রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

২০২০ সনের ৩১ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুলাই ৩০, ২০২০

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং		পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৫৩—৪৬৭	৭ম খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
		৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৯৫—৫১৪	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
		(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
		(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৪৭—৪৮৫	(৬) .... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

শৃঙ্খলা-১(১) অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৪ ফাল্গুন, ১৪২৬/২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

নং **০৫.১৮০.২৭.০২.০০.০০৯.২০১৯-৮৩**—জনাব জিয়া হাসান ইবনে আহমেদ এনডিসি (পরিচিতি নম্বর-৭৩০৬), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)-কে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১০-০৯-২০১৪ তারিখের ০৫.১৩২.০১৯.০০.০০.০০২.২০১৪-৮৩৫ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে তাঁকে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের সদস্য (যুগ্মসচিব) হিসেবে বদলি করা হলেও কর্তৃপক্ষের আইনসংগত আদেশ অমান্যপূর্বক বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদান না করে প্রকৃত তথ্য গোপন করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব) হিসেবে ছুটি চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৩-০৪-২০১৯ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৩১.০০.০০৮.১৩-৪৫১ নম্বর স্মারকে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে ০৫-০৫-২০১৯ তারিখে জবাব দাখিল করেন। জবাবে অভিযোগ বিষয়ে তাঁর প্রদত্ত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়।

০২। যেহেতু, জনাব জিয়া হাসান ইবনে আহমেদ এনডিসি-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে ০১-০৯-২০১৯ তারিখের ০৫.১৮০.২৭.০২.০০.০০৯.২০১৯-৪৬৪ নম্বর স্মারকে কারণ দর্শাতে বলা হলে তিনি ১৯-০৯-২০১৯ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করেন। ১৫-১০-২০১৯ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য বিবেচনায় অভিযোগটি তদন্ত করার জন্য জনাব

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আসাদুজ্জামান, উপপরিচালক (অতিঃ দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

মোঃ রইছ উদ্দিন (পরিচিতি নং-৫৩১০), অতিরিক্ত সচিব (বিধি অনুবিভাগ), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা ০৮-১২-২০১৯ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব জিয়া হাসান ইবনে আহমেদ এনডিসি-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে মতামত প্রদান করেছেন; এবং

০৩। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় এ বিভাগীয় মামলার দায় হতে তাঁকে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

০৪। সেহেতু, জনাব জিয়া হাসান ইবনে আহমেদ এনডিসি (পরিচিতি নম্বর-৭৩০৬), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়- কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগের দায় হতে একই বিধিমালার ৭(৮) বিধি মোতাবেক অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ১৮ ফাল্গুন, ১৪২৬/০২ মার্চ , ২০২০

নং **০৫.১৮০.২৭.০২.০০.০০৭.২০১৯-৮৮**—জনাব মোঃ হায়দার আলী (পরিচিতি নম্বর-৬৬৬৪), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপসচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গত ০৪-১০-২০০৯ হতে ২৯-০৪-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত উপপরিচালক হিসেবে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (ন্যাপ), ময়মনসিংহে কর্মরত থাকাকালে উক্ত একাডেমীর অফিস সহায়ক জনাব মোছাঃ আফরোজা বেগমকে নানাভাবে হয়রানি, ভয়ভীতি প্রদর্শন ও অনৈতিক চাপ প্রয়োগ এবং পরবর্তীতে পরিচালক হিসেবে বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়, ময়মনসিংহে কর্মরত থাকাকালে উক্ত জনাব মোছাঃ আফরোজা বেগম-এর বাসায় গিয়ে অনৈতিক কাজে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়।

০২। যেহেতু, জনাব মোঃ হায়দার আলী-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে ২৪-০৬-২০১৯ তারিখের ০৫.১৮০.২৭.০২.০০.০০৭.২০১৯-৩৭৭ নম্বর স্মারকে কারণ দর্শাতে বলা হলে তিনি ২৫-০৭-২০১৯ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করেন এবং ০৩-১০-২০১৯ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য বিবেচনায় অভিযোগটি তদন্ত করার জন্য জনাব মোহাম্মদ আবদুল লতিফ (পরিচিতি নম্বর-৬৪৫৫), যুগ্মসচিব, বিদেশ প্রশিক্ষণ শাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা ১২-১২-২০১৯ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে, জনাব মোঃ হায়দার আলী-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্তোষজনকভাবে প্রমাণিত হয়নি; এবং

০৩। যেহেতু, প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্তোষজনকভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় এ বিভাগীয় মামলার দায় হতে তাঁকে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

০৪। সেহেতু, জনাব মোঃ হায়দার আলী (পরিচিতি নম্বর-৬৬৬৪), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপসচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগের দায় হতে একই বিধিমালার ৭(৮) বিধি মোতাবেক অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেখ ইউসুফ হারুন
সচিব।

শৃঙ্খলা-৫ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২১ ফাল্গুন ১৪২৬/০৫ মার্চ ২০২০

নং **০৫.১৮৪.০২৭.০২.০০.০০৩.২০১২-১৫৯**— যেহেতু, জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম (পরিচিতি নম্বর-৬৩০৬), প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া গত ২৯-১২-২০০৯ থেকে ২১-০৪-২০১১ তারিখ পর্যন্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি'র অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ২৩-০৭-২০১২ তারিখের ০৫.১৮৪.০২৭.০২.০০.০০৩.২০১২-৩০৩ নম্বর স্মারকমূলে কারণ দর্শানো হয়;

২। যেহেতু, তিনি গত ০১-০৮-২০১২ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণান্তে বেগম শামীমা ইয়াসমিন (পরিচিতি নং-৫২১০), উপসচিব (তদন্ত-১), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে, জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম (পরিচিতি নম্বর-৬৩০৬) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল)

বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(ডি) মোতাবেক 'দুর্নীতি'র অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি, তবে বিধি ৩(বি) মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

৩। তাঁর বিরুদ্ধে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(২)(বি) বিধি অনুযায়ী তাঁর ১(এক) টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ২ (দুই) বছরের জন্য স্থগিত রাখার লঘুদণ্ড প্রদান করা হয়। আদেশে উল্লেখ করা হয় যে, ২(দুই) বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর বেতন বৃদ্ধি স্থগিত করা না হলে তাঁর যা বেতন পাওনা হতো সেভাবে বেতন নির্ধারণ করতে হবে। তবে তিনি কোনো বকেয়া প্রাপ্য হবেন না;

৪। যেহেতু, তিনি উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে এ.টি নং-৫৫/২০১৫ (নতুন), ১২১/২০১৩ (পুরাতন) মামলা দায়ের করেন। উক্ত এ.টি. মামলায় ০৯-০৬-২০১৬ তারিখে আদেশ হয় যে, "বিগত ১০-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ১(এক)টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ২(দুই) বছরের জন্য স্থগিত রাখার লঘুদণ্ডের আদেশ এতদ্বারা বে-আইনী ও বাতিল ঘোষণা করা হল। প্রার্থীকে স্থগিত রাখা বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির বকেয়া বেতন-ভাতা, প্রদান করার জন্য প্রতিপক্ষগণকে নির্দেশ দেওয়া গেল"। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ কর্তৃক প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালে৩৪৩/২০১৭ নং আপিল মামলা দায়ের করলে উক্ত আপিল মামলায় ২২-১১-২০১৭ তারিখে আদেশ হয় যে, "আপিলটি নির্ধারিত ৩ মাসের সময়সীমা অতিক্রান্ত হবার ১৩ মাস পরে দায়ের করা হয়েছে। আপিলটি আপিলাধীন রায় ও আদেশ প্রদানের ৬ মাসের মধ্যে দায়ের না করায় সরাসরি না-মঞ্জুর করা হল"। উক্ত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ কর্তৃক সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে লিভ টু আপীল মামলা নং-১৪০২/২০১৮ দায়ের করা হলে ১৯-০১-২০২০ তারিখে আদেশ হয় যে, "Accordingly, the Civil Petition for Leave to Appeal is dismissed as barred by limitation.";

৫। যেহেতু, আইন অনুবিভাগ হতে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল এবং মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে লিভ টু আপীল মামলার আদেশ অনুযায়ী এ.টি. নং-৫৫/২০১৫(নতুন), ১২১/২০১৩ (পুরাতন) মামলায় রায় বাস্তবায়নের বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে;

৬। সেহেতু, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের এ.টি. নং-৫৫/২০১৫(নতুন), ১২১/২০১৩ (পুরাতন), প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালের ৩৪৩/২০১৭ এবং মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের লিভ টু আপীল মামলা নং-১৪০২/২০১৮ এর রায় ও আদেশ অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় এ মন্ত্রণালয়ের ১০-০৩-২০১৩ তারিখে ০৫.১৮৪.০২৭.০২.০০.০০৩.২০১২-১০৩ নং প্রজ্ঞাপনমূলে তাঁর ১(এক)টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ২(দুই) বছরের জন্য স্থগিত রাখার লঘুদণ্ড এতদ্বারা বাতিল করা হলো। তিনি বিধি মোতাবেক বকেয়া ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

এ আদেশ জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেখ ইউসুফ হারুন
সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০১ চৈত্র ১৪২৬/১৫ মার্চ ২০২০

নং **৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০০১.২০-১৯৩**—গ্রামীণ ব্যাংক আইন ২০১৩ এর ধারা ৯ ও ১০(১) অনুসারে ড. একেএম সাইফুল মজিদ, অধ্যাপক, ইনস্টিটিউট অব বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন (আইবিএ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-কে গ্রামীণ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক ও চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁর যোগদানের তারিখ হতে ০২(দুই) বছরের জন্য নিয়োগ করা হলো।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেখ সিদ্দিকুর রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশাবলী

তারিখ : ০৮ মার্চ ২০২০ খ্রিঃ

নং **বিচার-৭/২-এন-৫২/২০০৪(অংশ-১)-৬৩**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (মোঃ শফিউল ইসলাম, পিতা-মোঃ আফাজ উদ্দিন, মাতা-মোছাঃ ছুফিয়া বেগম, গ্রাম-উত্তর দোনদরী কবিরাজ পাড়া, ডাকঘর-দুহুলী, শান্তিগনগর-৫৩০০, উপজেলা-নীলফামারী সদর, জেলা-নীলফামারী)। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নীলফামারী জেলার সদর উপজেলার ০৭নং কচুকাটা ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

০২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

০৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ : ১২ মার্চ ২০২০ খ্রিঃ

নং **বিচার-৭/২এন-২৩/২০১২-৬৯**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব শাহ্ মাহমুদ রেজা, পিতা-মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান, মাতা-ফয়জুন্নাহার সিদ্দিকা, চেয়ারম্যান পাড়া, বাসা নং-৪০, দাগ নং-২২৭২, দক্ষিণখান, ঢাকা)। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নবগঠিত ৪৮নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

০২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

০৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে বা উপযুক্ত কারণ সাপেক্ষে বাতিল/স্থগিত করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

নং **বিচার-৭/২এন-৬৮/৮০-৭০**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব মোহাম্মদ আলিম উদ্দিন, পিতা-হাফিজ মোহাম্মদ আব্দুস সালাম, মাতা-তেরাবান বিবি, গ্রাম-গর্দনা কান্দি, ডাকঘর-সীমা বাজার, উপজেলা-কানাইঘাট, জেলা-সিলেট।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সিলেট জেলার কানাইঘাট উপজেলার ০৮নং ঝিংগাবাড়ী ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ : ১৮ মার্চ ২০২০

নং **বিচার-৭/২-এন-০১/৮৯(অংশ-১)-৭৮**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (মোঃ আশরাফুজ্জামান, পিতা-মোঃ রফিকুল ইসলাম, মাতা-মালেকা বানু, গ্রাম-নিজ সুন্দর খাতা, ডাকঘর-সুন্দর খাতা, উপজেলা-ডিমলা, জেলা-নীলফামারী।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলার ০২নং বালাপাড়া ইউনিয়নের ১, ৪, ৫ ও ৭নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

০২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

০৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ : ১২ মার্চ ২০২০

নং **বিচার-৭/২-এন-৫২/২০০৪(অংশ-২)-৭২**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, পিতা-মোঃ নাসির উদ্দিন সরকার, মাতা-মোছাঃ ছফুরা খাতুন, গ্রাম-বেড়াকুঠী দীঘল ডাঙ্গী, ডাকঘর-বেড়াকুঠী, উপজেলা-নীলফামারী সদর, জেলা-নীলফামারী।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নীলফামারী জেলার সদর উপজেলার ১২নং সংগলশী ইউনিয়নের ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে বা উপযুক্ত কারণ সাপেক্ষে বাতিল/স্থগিত করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

নং **বিচার-৭/২-এন-৫২/২০০৪(অংশ-২)-৭১**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব নুর আজম, পিতা-আফতাব উদ্দিন, মাতা-কহিনুর বেগম, গ্রাম-সরকার পাড়া, ডাকঘর-সংগলশী, উপজেলা-নীলফামারী সদর, জেলা-নীলফামারী।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নীলফামারী জেলার সদর উপজেলার ১২নং সংগলশী ইউনিয়নের ১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

০২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

০৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে বা উপযুক্ত কারণ সাপেক্ষে বাতিল/স্থগিত করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ বা স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

বুলবুল আহ্‌মেদ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

কৃষি মন্ত্রণালয়
সম্প্রসারণ-৪ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৮ মার্চ ২০২০ খ্রিঃ

নং **১২.০০.০০০০.০৫৫.২৭.০১৩.১৯.৫৪**—কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখের তদন্ত প্রতিবেদনে দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারভুক্ত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান (পরিচিতি নং-২০০৪), অতিরিক্ত উপপরিচালক (পিপি), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মাগুরা (প্রাক্তন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, ভাঙ্গা, ফরিদপুর)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী বিভাগীয় (মামলা নং-০৮/২০১৯) মামলা রুজু করা হয় এবং মামলা বর্তমানে তদন্তাধীন রয়েছে। তাঁকে কর্মরত রেখে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় সঠিক চিত্র না পাওয়ার আশংকা থাকায় জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান (পরিচিতি নং-২০০৪), অতিরিক্ত উপপরিচালক (পিপি), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মাগুরা (প্রাক্তন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, ভাঙ্গা, ফরিদপুর)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর উপবিধি ১২(১) অনুযায়ী সরকারি চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

০২। সাময়িক বরখাস্ত থাকাকালীন তিনি বিধি মোতাবেক খোরপোষ ভাতা (Subsistence Allowance) প্রাপ্য হবেন।

০৩। এ আদেশ জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নাসিরুজ্জামান
সচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন শাখা-৬

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৭ ফাল্গুন, ১৪২৬/১১ মার্চ, ২০২০

নং **২৫.০০.০০০০.০১৯.০১.০১০.১৯৯৯-১৪১**—গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ০৬ মার্চ ২০১৮ তারিখের ২৫.০০.০০০০.০১৯.০১.০১০.১৯৯৯/১৪৪ নম্বর স্মারকের প্রজ্ঞাপন নিম্নোক্তভাবে আংশিক সংশোধন করা হলো :

অঞ্চল-"খ" (এলাকা ৫ থেকে ৮ পর্যন্ত ধানমন্ডি, লালবাগ, মতিঝিল, ভুলতা, সূত্রাপুর, কেরাণীগঞ্জ, ঝিলমিল, নারায়ণগঞ্জ, ডেমরা, সোনারগাঁও)			
১	সদস্য (উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ)	রাজউক	সভাপতি
২	পরিচালক (উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ-২)	রাজউক	সদস্য
৩	জনাব মীর মনজুরুর রহমান উপ-প্রধান স্থপতি	স্থাপত্য অধিদপ্তর	সদস্য
৪	সৈয়দ মোহাম্মদ ইমরান হোসেন উপ-স্থপতি	স্থাপত্য অধিদপ্তর	সদস্য
৫	অথরাইজড অফিসার, সংশ্লিষ্ট জোন	রাজউক	সদস্য-সচিব

২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

লুৎফুন নাহার
উপসচিব।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
পর্যটন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৬ ফাল্গুন ১৪২৬ খ্রিঃ/১০ মার্চ ২০২০ খ্রিঃ

নং **৩০.০০.০০০০.০১৬.০০৫.০২.২০১৭-১১১**—পর্যটন শিল্পে যে কোন সময় বহিঃ ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ/ব্যবস্থাপনায় ব্যর্থতা/ তাৎক্ষণিক পরিকল্পনার অভাব গ্রহণ ইত্যাদির কারনে দেশের পর্যটন শিল্পে সৃষ্ট যে কোন সংকট মোকাবেলা এবং উক্ত সংকট উত্তরণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিম্নোক্তভাবে 'পর্যটন শিল্পের সংকট ব্যবস্থাপনা কমিটি' গঠন করা হলো :

আহবায়ক

১. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

সদস্যবৃন্দ

২. প্রতিনিধি, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

৩. প্রতিনিধি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

৪. প্রতিনিধি, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

৫. প্রতিনিধি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

৬. প্রতিনিধি, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর

৭. প্রতিনিধি, কাউন্টার টেরোরিজম এন্ড ট্রান্সিশনাল ক্রাইম ইউনিট

৮. প্রতিনিধি, ট্যুরিস্ট পুলিশ

৯. প্রতিনিধি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

১০. সভাপতি, ট্যুর অপারেটর এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (টোয়াব)

১১. সভাপতি, এসোসিয়েশন অফ ট্রাভেল এজেন্ট অফ বাংলাদেশ (আটাব)

১২. সভাপতি, বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল হোটেল এসোসিয়েশন (বিহা)

১৩. প্রতিনিধি, এভিয়েশন এন্ড ট্যুরিজম জার্নালিস্টস ফোরাম অব বাংলাদেশ

সদস্য-সচিব

১৪. উপ-পরিচালক (বিপণন ও জনসংযোগ), বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

কমিটির কার্যপরিধি :

১. চিহ্নিতকরণ: বিপদ এবং সংকট চিহ্নিত করা।

২. বিশ্লেষণ: সংকটের ধরণ, এর মাত্রা, সময়, সম্ভাব্য প্রভাব ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা।

৩. পরিকল্পনা: সংকট মোকাবেলার জন্য কি করতে হবে, প্রতিটি সংকটের ফল কি হবে, তার জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

৪. মনিটর করা: পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং এর ফলে অনুকূল প্রভাব পড়েছে কিনা মনিটর করা।

৫. নিয়ন্ত্রণ: মনিটরিং রিপোর্ট থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুসারে পরিকল্পনা পরিবর্তন করা।

৬. অবহিত করণ: উক্ত পাঁচটি পর্যায়ের প্রতিটিতে কি কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে তা সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে এবং সর্বসাধারণকেও বিষয়টি অবহিত করা।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শ্যামলী নবী
উপসচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০২ চৈত্র ১৪২৬/১৬ মার্চ ২০২০

নং **২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.০৮৭.১৯-৮০**—বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিএ-৬৮৭৬ মেজর মোঃ আল আমিন তালুকদার, পিএসসি, পদাতিক- কে বাংলাদেশ আর্মি অ্যাক্ট সেকশন-১৬, আর্মি অ্যাক্ট (রুলস্) ৯(এ), আর্মি রেগুলেশন্স (রুলস্) ৭৮(সি), ২৫৩(এ) এবং ২৬১ অনুযায়ী সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ওয়াহিদা সুলতানা
উপসচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়

অধিগ্রহণ-২

এল.এ কেস নম্বর ৬৮(W)/১৯৬২-১৯৬৩

ফরম নং "ঘ"

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ : ১৫ মার্চ ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০০৯.২০.৬১**—যেহেতু, নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক হুকুম দখল করা হয়েছে; এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে; এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারা (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু; উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নতফসিল বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজা-ডালভাঙ্গা, জে.এল নম্বর-৫১, সিট নম্বর-৪, উপজেলা-বরগুনা, জেলা-বরগুনা।

দাগ নং	খতিয়ান নং	দাগে মোট জমির		অধিগ্রহণকৃত জমির	
		একর	শতাংশ	একর	শতাংশ
১৫০৪	৯১,১৪৪	৩	৩৭	০	৪০
১৫০৫	৪৫১	১	২১	০	২০
১৫০৬	৪৫১	০	৮৬	০	১৬
১৫০৭	৪৫১	১	০৮	০	১৮
১৫০৮	৬৯০	১	৩৮	০	২০
১৫১২	৭৯৬	১	৯২	০	১৮
১৫১৩	৪৫১	১	২৩	০	৩৩
১৫১৬	৭৯৬	০	৬১	০	২০
১৫১৮	১৪৪,৯১	০	৭০	০	২০
১৫১৯	৯১,১৪৪	১	৪২	০	১৮
১৫২০	৭৯৬	২	২৬	০	২০
১৫২১	৭৯৬	১	১৬	০	২০
১৫২৩	৭৯২	০	৫৫	০	২২
১৫২৪	৭৯২	২	০১	০	২২
১৫২৫	৯১,১৪৪	৩	১৩	০	৬০
১৫৩০	৫৮৪,৫৮৫, ৫৮৬	৩	৫৪	১	২৫
১৫৩৩	৬৬৭	২	৯৭	০	৮৬
১৫৩৪	৬৬৭	০	৫২	০	০২
১৫৪১	৩৫১	০	১৭	০	১৬
১৫৪২	৩৫১	১	৯২	০	৪৮
১৫৪৩	৩৫৪	১	২৯	০	২৭
১৫৪৭	৫৮২,৫৮৫	২	০৮	০	৭৮
১৫৫০	৫৮৮,৫৮৫	০	৭৯	০	৩৪
১৫৫১	২৬০	১	৪৬	০	৩৫
১৫৫৩	৯২,২৮৯	১	৮৬	০	৭৫
১৫৫৯	৫৮৭	১	৪২	০	৪৬
১৫৬২	৩৫৩	১	২৫	০	৩১
১৫৬৫	৭৯৫	০	৯৪	০	২১
১৫৬৬	৩৫০	১	৩১	০	২৭
১৫৬৭	৮৬	২	৩৬	০	৬৪
১৫৭১	৮৫	১	৯০	০	৪৮
১৫৭২	৪২৫	২	১৯	০	৬৪
১৫৭৫	৭৯৩	১	৭৮	০	৫০
১৫৭৬	৬৬৮	৪	২৬	১	৩০
১৫৮০	৩৪০	২	১৬	০	৭২
১৫৮১	৫৮৩	২	৫৫	০	৮০
১৫৮৪	৮৭	১	৩৫	০	৩৭
১৫৮৫	৩৪৬	১	৪৭	০	৫১
১৫৮৮	৮৭	১	৪৩	০	৪৭
১৫৮৯	৩৪৬	১	৫৬	০	৪৬
১৫৯২	৩৫২	১	৪৮	০	৫২
১৫৯৩	৩৪৮	১	৮১	১	১০
১৫৯৮	৫৮৪,৫৮৫	০	৭৪	০	৭৩
১৫৯৯	৫৮৪,৫৮৫	০	৫৪	০	৪৭
১৯০৪	৪৬৭	৩	২৬	১	৬৮
১৯০৫	৪৬৭	০	২৯	০	০৯
১৯০৬	৪৬৭	১	৬২	০	৫২
১৯০৮	৬,৬৯৯	১	৩৯	১	৩৯
১৯০৯	৬,৯৯৯	০	৫০	০	৫০
১৯১০	৬৯৮, ৫১৩, ৪৬৫, ৫১২, ৬৯৭	০	৬১	০	৬১
১৯১১	৭৩৫	০	৬৭	০	৬৭
১৯১২	৭৩৫	১	৭২	০	৩০
১৯১৩	৫১৪	১	৪৯	০	৩০
		মোট=		২৭	১৮

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আজীজ হায়দার ভূইয়া
উপসচিব।

শিল্প মন্ত্রণালয়
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ শাখা
প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৮ ফাল্গুন ১৪২৬/১২ মার্চ ২০২০

নং **৩৬.০০.০০০০.০৫২.২৩.০১৪.১৯-১৪৯**—বিগত ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০/২১ মাঘ ১৪২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির ২০২০ সালের ৪র্থ সভায় "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ও ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড নীতিমালা, ২০২০" অনুমোদিত হয়েছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নিলুফার জেসমিন খান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ও ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড নীতিমালা, ২০২০

দ্রুত ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির অপরিহার্য পূর্বশর্ত হচ্ছে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। শিল্প, কৃষি ও সেবাসহ সকল খাতের উৎপাদন বৃদ্ধি, ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির বিকল্প নেই। ২০১১ সালের ০২ অক্টোবর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পণ্য ও সেবার গুণগত মান এবং উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণোদনা সৃষ্টি ও উৎসাহ প্রদানের জন্য শ্রেষ্ঠ শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠানকে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড প্রদানের ঘোষণা প্রদান করেন। সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে বর্ণিত অ্যাওয়ার্ড প্রদানের লক্ষ্যে **"ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ও ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড নীতিমালা, ২০২০"** প্রণয়ন করা হলো।

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম

এই নীতিমালা **"ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ও ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড নীতিমালা, ২০২০"** নামে অভিহিত হবে।

২। ক্ষেত্র ও ক্যাটাগরি নির্ধারণ

(২.১) শিল্প, সেবা ও কৃষি ক্ষেত্রে পণ্যের গুণগত মান ও উৎপাদনশীলতায় অবদানের জন্য বৃহৎ, মাঝারি, ক্ষুদ্র, মাইক্রো, কুটির, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পকে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে।

ক্রমিক নং	শিল্পের ধরন
১	বৃহৎ শিল্প ক্যাটাগরি
২	মাঝারি শিল্প ক্যাটাগরি
৩	ক্ষুদ্র শিল্প ক্যাটাগরি
৪	মাইক্রো শিল্প ক্যাটাগরি
৫	কুটির শিল্প ক্যাটাগরি
৬	রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান

(২.২) উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন বিষয়ক কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতিস্বরূপ ট্রেড অর্গানাইজেশনস অর্ডিন্যান্স, ১৯৬১ এর আওতায় শ্রেষ্ঠ রেজিস্টার্ড ট্রেডবডি/বাণিজ্য সংগঠনকে ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড (Institutional Appreciation Award) শীর্ষক ট্রফি প্রদান করা হবে।

(২.৩) ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) শিল্প মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ক্ষেত্র হ্রাস বা বৃদ্ধি করতে পারবে। ক্ষেত্র নির্ধারণে নিম্নরূপ বিষয়সমূহ বিবেচনা করা হবে :

(ক) বিদ্যমান জাতীয় শিল্পনীতিতে বর্ণিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী বৃহৎ, মাঝারি, ক্ষুদ্র, মাইক্রো, কুটির শিল্প চিহ্নিত করা হবে

(খ) সরকারি সকল কর্পোরেশনের আওতাধীন শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহ "রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প" হিসেবে গণ্য হবে

(গ) "সেবা প্রতিষ্ঠান" বলতে জাতীয় শিল্পনীতিতে ঘোষিত সেবা খাতভুক্ত প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে

(ঘ) ট্রেডবডি/বাণিজ্য সংগঠন বলতে ট্রেড অর্গানাইজেশনস অর্ডিন্যান্স, ১৯৬১ এর আওতায় রেজিস্টার্ড সংগঠনকে বুঝাবে।

৩। অ্যাওয়ার্ড প্রাপকের সংখ্যা নির্ধারণ

(ক) ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড

বিদ্যমান জাতীয় শিল্পনীতিতে বর্ণিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা (শিল্প, সেবা ও কৃষি) ও শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী বৃহৎ, মাঝারি, ক্ষুদ্র, মাইক্রো, কুটির, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের প্রতিটি ক্যাটাগরিতে কোয়ালিটিসম্পন্ন এবং ধার্যকৃত কোয়ালিফাইং নম্বরধারীদের প্রতিটি খাত-উপখাতে বিভক্ত করে পৃথক পৃথক খাত-উপখাত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিটি খাত-উপখাত ভিত্তিক সর্বোচ্চ নম্বরধারী ০৩ টি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা যাবে।

(খ) ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড ট্রফি

উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন বিষয়ক কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতিস্বরূপ ট্রেড অর্গানাইজেশনস অর্ডিন্যান্স, ১৯৬১ এর আওতায় দাখিলকৃত আবেদনের মধ্য হতে শ্রেষ্ঠ ০৩টি রেজিস্টার্ড ট্রেডবডি/বাণিজ্য সংগঠনকে ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড শীর্ষক ট্রফি প্রদান করা যাবে। প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে এনপিও উক্ত সংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি করতে পারবে।

৪। মনোনয়নযোগ্যতা

(ক) অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্যতা বিবেচনার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আয়, বিনিয়োগের পরিমাণ, আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদন, স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহার, কর্মসংস্থান, সামাজিক দায়িত্ব পালন, উদ্ভাবন ও পরিবেশ সংরক্ষণ, পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিগত ০৩ অর্থ বৎসরের অবদান বিবেচনা করা হবে।

(খ) ট্রেডবডি/বাণিজ্য সংগঠনের বিগত ০৩ অর্থ বৎসরের জাতীয় উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বিবেচনা করা হবে।

৫। আবেদন আহ্বান

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) প্রতি বছর মার্চ মাসের মধ্যে কমপক্ষে দুইটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকা, শিল্প মন্ত্রণালয়, এনপিও'র ওয়েবসাইট ও নোটিশ বোর্ডের মাধ্যমে অ্যাওয়ার্ডের জন্য আবেদন আহ্বান করবে। এনপিও শিল্প মন্ত্রণালয়ের

মাধ্যমে প্রজ্ঞাপন জারি করে আবেদন ফরমের মূল্য পুনঃনির্ধারণ করতে পারবে। অ্যাওয়ার্ডের আবেদন পত্রের মূল্য নিম্নরূপ :

ক্রমিক	শিল্পের ধরন	আবেদনপত্রের মূল্য
১	বৃহৎ শিল্প	৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকা
২	মাঝারি শিল্প	৩,০০০.০০ (তিন হাজার) টাকা
৩	ক্ষুদ্র শিল্প	২,০০০.০০ (দুই হাজার) টাকা
৪	মাইক্রো শিল্প	১,০০০.০০ (এক হাজার) টাকা
৫	কুটির শিল্প	১,০০০.০০ (এক হাজার) টাকা
৬	রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান	৪,০০০.০০ (চার হাজার) টাকা
৭	ট্রেডবডি/বাণিজ্য সংগঠন	৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকা

৬। আবেদনের শর্তাবলি

(ক) আবদনপত্র আহ্বানের পূর্ববর্তী জুন মাসে সমাপ্ত অর্থ বৎসর থেকে বিবেচ্য বছরসহ ধারাবাহিকভাবে ৩ (তিন) অর্থ বৎসর বাংলাদেশে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন/সেবা কার্যক্রম চালু থাকতে হবে।

(খ) শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠানের মালিক/মনোনীত প্রতিনিধিকে ক্যাটাগরি ভিত্তিক এনপিও'র নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে।

৭। আবেদনের অযোগ্যতা

(ক) ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তির পরবর্তী ০২ বছর আবেদনের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে না।

(খ) ঋণ খেলাপি বা কর বকেয়া থাকলে আবেদনের জন্য যোগ্য হবে না তবে এ সংক্রান্ত মামলা চলমান থাকলে তা বিবেচনায় নেওয়া হবে।

(গ) অসম্পূর্ণ, অস্পষ্ট ও ভুল তথ্য সম্বলিত আবেদন পত্র বাতিল বলে বিবেচিত হবে।

৮। আবেদন ফরম সংগ্রহ পদ্ধতি

আবেদন ফরমের মূল্য বাবদ সংশ্লিষ্ট ফি নগদ বা এনপিও সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবে জমা দিয়ে আবেদন ফরম সংগ্রহ করা যাবে। আবেদন ফরম ওয়েবসাইট হতে ডাউনলোড করে নির্ধারিত ফিসহ জমা প্রদান করা যাবে। পর্যায়ক্রমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে আবেদন ফরম বিতরণ ও জমার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ডিজিটাল পদ্ধতি বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ফরম সরবরাহ ও গ্রহণ করা যাবে।

৯। ফরম পূরণপূর্ব ওরিয়েন্টেশন

অ্যাওয়ার্ডের আবেদন ফরম পূরণ বিষয়ক একটি ওরিয়েন্টেশন বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত আবেদন জমাদানের শেষ তারিখের ১৫ দিন পূর্বে বা সুবিধাজনক সময়ে এনপিও আয়োজন করবে।

১০। আবেদনপত্র মূল্যায়নের মানদন্ড

(ক) "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড" এর জন্য প্রাপ্ত আবেদন পত্রসমূহ তফসিল-১ অনুযায়ী নির্ধারিত নম্বরের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হবে।

(খ) ট্রেডবডি/বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন বাণিজ্য সংগঠনকে "ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড" শীর্ষক ট্রফির জন্য প্রাপ্ত আবেদন পত্রসমূহ তফসিল-২ অনুযায়ী নির্ধারিত নম্বরের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হবে।

১১। মনোনয়ন পদ্ধতি

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড প্রদান সংক্রান্ত প্রাথমিক যাচাই কমিটি প্রাপ্ত আবেদনসমূহ যাচাই বাছাই করে একটি প্রাথমিক তালিকা প্রণয়ন করবে। প্রাথমিক যাচাই কমিটির প্রাথমিক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করবে :

(ক) ঋণ খেলাপির বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বকেয়া কর সম্পর্কে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মতামত গ্রহণপূর্বক তালিকায় বর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহের পুরস্কার প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

(খ) প্রাথমিক যাচাই কমিটি প্রণীত প্রাথমিক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণ খেলাপির বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বকেয়া কর সম্পর্কে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মতামত গ্রহণের লক্ষ্যে বর্ণিত প্রতিষ্ঠান দু'টিতে তালিকার একটি করে কপি প্রেরণ করবে। প্রেরিত তালিকা প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তাদের প্রতিবেদন প্রাথমিক যাচাই কমিটির নিকট প্রেরণ করবে।

১২। প্রাথমিক যাচাই কমিটি

(ক) **প্রাথমিক যাচাই কমিটি গঠন :** এনপিও'র যুগ্ম-পরিচালকের নেতৃত্বে এনপিও'র ০৭ (সাত) জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে ০১ টি প্রাথমিক যাচাই কমিটি থাকবে। পরিচালক, এনপিও উক্ত কমিটি গঠন করবেন।

(খ) **কমিটির কার্যপরিধি :**

(১) কমিটি প্রাপ্ত আবেদন পত্রসমূহ প্রাথমিক যাচাই বাছাই, কোডিং করে একটি প্রাথমিক তালিকা প্রণয়ন করবে।

(২) প্রাথমিক তালিকার ওপর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং আবেদনে প্রদত্ত তথ্যাদি যাচাই করে প্রাথমিক মূল্যায়নসহ প্রতিবেদন মূল্যায়ন কমিটির সভায় উপস্থাপন করবে।

১৩। মূল্যায়ন কমিটি

(ক) প্রাথমিক যাচাই কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রাথমিক তালিকায় বর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহ মূল্যায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত মূল্যায়ন কমিটি দায়িত্ব পালন করবে:

১।	অতিরিক্ত সচিব (এনপিও সংশ্লিষ্ট), শিল্প মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২।	যুগ্মসচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
৩।	যুগ্মসচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪।	যুগ্মসচিব (এনপিও সংশ্লিষ্ট), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫।	বিটাক এর একজন প্রতিনিধি (পরিচালক পদমর্যাদার নিম্নে নয়)	সদস্য
৬।	বিআইএম এর একজন প্রতিনিধি (পরিচালক পদমর্যাদার নিম্নে নয়)	সদস্য
৭।	বিএসটিআই এর একজন প্রতিনিধি (পরিচালক পদমর্যাদার নিম্নে নয়)	সদস্য
৮।	এফবিসিসিআই এর একজন প্রতিনিধি (পরিচালক পদমর্যাদা সম্পন্ন এবং প্রার্থী নয়)	সদস্য
৯।	প্রতিনিধি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (১ম/২য় সচিব পদমর্যাদার নিম্নে নয়)	সদস্য
১০।	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ব্যাংক (সিআইবি বিভাগের মহাব্যবস্থাপক)	সদস্য
১১।	ডিসিসিআই এর একজন প্রতিনিধি (পরিচালক পদমর্যাদা সম্পন্ন এবং প্রার্থী নয়)	সদস্য
১২।	এমসিসিআই এর একজন প্রতিনিধি (পরিচালক পদমর্যাদা সম্পন্ন এবং প্রার্থী নয়)	সদস্য
১৩।	সভাপতি, নাসিব, ঢাকা	সদস্য
১৪।	বিডব্লিউসিসিআই এর একজন প্রতিনিধি (পরিচালক পদমর্যাদা সম্পন্ন এবং প্রার্থী নয়)	সদস্য
১৫।	পরিচালক, এনপিও	সদস্য-সচিব

(খ) মূল্যায়ন কমিটির কার্যপরিধি :

(১) কমিটি Malcolm Baldrige কোয়ালিটি অ্যাওয়ার্ড মডেলের আলোকে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড নির্বাচনের জন্য তফসিল-১ এ বর্ণিত ১০০০ নম্বরের মানদন্ডের ভিত্তিতে প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ পর্যবেক্ষণ ও চূড়ান্ত মূল্যায়ন করবে। এ ক্ষেত্রে তফসিল-১ এ বর্ণিত মোট নম্বরের ৫০% কম নম্বরপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ জুরি বোর্ডে উপস্থাপনের জন্য বিবেচিত হবে না।

(২) মূল্যায়ন কমিটি প্রাথমিক যাচাই কমিটি কর্তৃক যাচাইকৃত প্রাথমিক তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের আবেদন পত্রের সাথে সংযুক্ত দলিলাদি পরীক্ষাপূর্বক প্রয়োজনে সরেজমিনে পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করবে। মূল্যায়ন কমিটি মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রতিটি ক্যাটাগরির খাত ও উপখাতভিত্তিক প্রথম ৫ (পাঁচ)টি প্রতিষ্ঠান বাছাইপূর্বক চূড়ান্ত নির্বাচনের জন্য জুরি বোর্ডের নিকট উপস্থাপন করবে।

(৩) মূল্যায়ন কমিটি ট্রেডবডি/বাণিজ্য সংগঠনের বিগত ০৩ বছরের উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত কর্মকান্ডের ভিত্তিতে তফসিল-২ এ বর্ণিত ১০০ নম্বরের মানদন্ডের ভিত্তিতে প্রাপ্ত আবেদন ফরমসমূহ পর্যবেক্ষণ ও চূড়ান্ত মূল্যায়ন করবে। এ ক্ষেত্রে তফসিল-২ এ বর্ণিত মোট নম্বরের ৫০% কম নম্বর প্রাপ্ত ট্রেডবডি/বাণিজ্য সংগঠন জুরি বোর্ডে উপস্থাপনের জন্য বিবেচিত হবে না।

১৪। জুরি বোর্ড

(ক) নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে চূড়ান্ত নির্বাচনের জন্য একটি জুরি বোর্ড থাকবে:

১।	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২।	অতিরিক্ত সচিব (এনপিও সংশ্লিষ্ট), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩।	অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
৪।	অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫।	অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬।	অতিরিক্ত সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭।	অতিরিক্ত সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮।	অতিরিক্ত সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯।	প্রতিনিধি, এফবিসিসিআই (প্রার্থী নয় এমন কেউ)	সদস্য
১০।	পরিচালক, এনপিও	সদস্য-সচিব

(খ) জুরি বোর্ডের কার্যপরিধি :

(১) মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত তালিকা জুরি বোর্ড চূড়ান্তভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও মূল্যায়ন করবে।

(২) প্রতিটি ক্যাটাগরির খাত-উপখাত বিভক্ত করে পৃথক পৃথক খাত-উপখাত বিবেচনায় নিয়ে সর্বোচ্চ নম্বরধারী প্রথম ০৩ (তিন)টি প্রতিষ্ঠানকে জুরি বোর্ড মূল্যায়নের ভিত্তিতে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করবে।

(৩) জুরি বোর্ড কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১৫। অ্যাওয়ার্ডের বিবরণ

ক) ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড [National Productivity & Quality Excellence Award (NPQEA)] ট্রফি

খ) ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড সংক্রান্ত সনদপত্র

গ) শিল্প মন্ত্রণালয় ও এনপিও কর্তৃক যৌথভাবে প্রদত্ত ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তির কার্ড

ঘ) অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তির পরবর্তী ০৩ (তিন) বছর পাবলিসিটির জন্য ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স (NPQEA) অ্যাওয়ার্ড লোগো ব্যবহারের সুবিধা

ঙ) ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড [Institutional Appreciation Award (IAA)] শীর্ষক ট্রফি ও একটি সনদ

চ) শিল্প মন্ত্রণালয় ও এনপিও কর্তৃক যৌথভাবে প্রদত্ত ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড [Institutional Appreciation Award (IAA)] প্রাপ্তির কার্ড

জ) NPQEA এবং IAA কার্ড ০১ (এক) বছর পর্যন্ত বাংলাদেশ সচিবালয়ে প্রবেশের পরিচয়পত্র হিসেবে বিবেচিত হওয়ার সুযোগ।

১৬। অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজন: প্রতিবছর জুলাই মাসের মধ্যে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে।

তফসিল-১

ক্রমিক নং	বিষয়	নম্বর	নম্বর	নম্বর	নম্বর
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১.০০	নেতৃত্ব	-	-	-	২৯৫
	১.১ উর্ধ্বতন নেতৃত্ব	-	-	৩৫	
	(ক) প্রতিষ্ঠানের ভিশন ও মিশন		২০		
	(খ) ভিশন ও মিশন বাস্তবায়নে গৃহীত কর্মকৌশল		১৫		
	১.২ পরিচালন ও সামাজিক দায়িত্ববোধ			২৬০	
	১.২ (১) পরিচালন পদ্ধতি :		৫০		
	(ক) ব্যবস্থাপনার জবাবদিহিতা	১০			
	(খ) বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সক্ষমতা	১০			
	(গ) প্রতিষ্ঠান পরিচালনার স্বচ্ছতা	১০			
	(ঘ) বিগত অর্থ বৎসরে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভার সংখ্যা	১০			
	(ঙ) অভ্যন্তরীণ ও বহিঃনিরীক্ষক নিয়োগ পদ্ধতি ও অডিট রিপোর্ট বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ	১০			
	১.২ (২) কর্মকান্ডের মূল্যায়ন :		৫০		
	(ক) প্রধান নির্বাহীসহ উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কর্মকান্ডের মূল্যায়ন পদ্ধতি	১০			
	(খ) নির্বাহীদের পদোন্নতি/প্রণোদনা প্রদানের পদ্ধতি	১০			
	(গ) বোর্ড সদস্য নির্বাচন ও বোর্ড সদস্যদের ক্ষমতা	১০			
	(ঘ) প্রতিষ্ঠানের বোর্ড সদস্যদের কর্ম মূল্যায়ন পদ্ধতি	১০			
	(ঙ) বোর্ড সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে সদস্যদের মতামত মূল্যায়ন	১০			
	১.২ (৩) আইনগত ও নৈতিক দায়বদ্ধতা :		৫০		
	(ক) উৎপাদিত পণ্য বা উৎপাদন প্রক্রিয়া/প্রদত্ত সেবার ফলে সমাজে বিরূপ প্রভাবের প্রতিকারে গৃহীত ব্যবস্থা	২০			
	(খ) সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠায় প্রণীত আইন কানুন ও বিধি বিধান প্রতিপালন	১০			
	(গ) পরিবেশ, সমাজ উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানের অবদান	২০			

	১.২ (৪) কর্মী ব্যবস্থাপনা		১১০		
	(ক) কর্মী নিয়োগ ও পদোন্নতি ব্যবস্থা	১০			
	(খ) কর্মপরিবেশ উন্নয়নে গৃহীত ব্যবস্থা	২০			
	(গ) কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	২০			
	(ঘ) প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে কর্মীদের মতামত প্রদানের সুযোগ	১০			
	(ঙ) কর্মী অভিযোগ প্রতিকারের গৃহীত ব্যবস্থা	১০			
	(চ) শ্রমিক কল্যাণে গৃহীত ব্যবস্থা	২০			
	(ছ) অনুমোদিত মজুরি কাঠামো	২০			
২.০০	**ব্যবসায়িক কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন :**				৫০
	২.১ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে Action Plan প্রণয়ন	২০			
	২.২ কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া	১৫			
	২.৩ পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নে কর্মী বাহিনীর সংশ্লিষ্টতা	১৫			
৩.০০	**উৎপাদন ব্যবস্থাপনা :**				১১০
	৩.১ উৎপাদন/সেবা পরিকল্পনা প্রণয়ন	১০			
	৩.২ উৎপাদন/ সেবার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	২০			
	৩.৩ উৎপাদন/ সেবা প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান	১০			
	৩.৪ উৎপাদন/সেবা প্রক্রিয়ায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	২০			
	৩.৫ উৎপাদন/সেবা প্রক্রিয়ায় সৌর শক্তির ব্যবহার	২০			
	৩.৬ নিজস্ব বিদ্যুৎ শক্তি (জেনারেটর) ব্যবহার	১০			
	৩.৭ বিপজ্জনক রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা	১০			
	৩.৮ প্রতিষ্ঠানের সরবরাহ লাইন ব্যবস্থাপনা (Supply Chain Management) পদ্ধতি	১০			
৪.০০	**স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা :**				৯০
	৪.১ উৎপাদন/সেবা প্রক্রিয়ায় গৃহীত নিরাপত্তা ব্যবস্থা	১০			
	৪.২ দূর্যোগ মোকাবেলায় প্রস্তুতি	১০			
	৪.৩ অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা	২০			
	৪.৪ জরুরি নির্গমন ব্যবস্থা	১০			
	৪.৫ স্বাস্থ্য বীমা	১০			
	৪.৬ মেডিকেল চেকআপ/প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা	২০			
	৪.৭ অ্যাম্বুলেন্স	১০			
৫.০০	**ক্রেতার/ ভোক্তার মনোযোগ আকর্ষণ :**				৬৫
	৫.১ পণ্য সম্পর্কে ক্রেতা/ ভোক্তার প্রতিক্রিয়া :		৪৫		
	৫.১.১ ক্রেতা/ভোক্তার নিকট হতে পণ্য ও সেবা সম্পর্কে মতামত সংগ্রহের প্রক্রিয়া	১০			
	৫.১.২ ক্রেতা/ভোক্তার সন্তুষ্টি নির্ধারণের পরিমাপক	১০			
	৫.১.৩ ক্রেতা/ভোক্তার সন্তুষ্টি অর্জনে গৃহীত ব্যবস্থা	১৫			
	৫.১.৪ ক্রেতা/ভোক্তার অভিযোগ মূল্যায়ন ও সমাধান প্রক্রিয়া	১০			
	৫.২ সনদ/পুরস্কার প্রাপ্তি :		২০		
	৫.২.১ জাতীয়	১০			
	৫.২.২ আন্তর্জাতিক	১০			

৬.০০	**উন্নয়ন ও গবেষণা :**				৩০
৭.০০	**পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষায় গৃহীত ব্যবস্থা সংক্রান্ত তথ্য :**				৩০
৮.০০	**নতুন পণ্য বৈচিত্রকরণ/উদ্ভাবন :**				৩০
৯.০০	**সার্বিক মূল্যায়ন :**				৩০০
	৯.১ উৎপাদনশীলতা ফলাফল		১৭৫		
	৯.২ ক্রেতা/ভোক্তার সন্তুষ্টির ফলাফল		৩৫		
	৯.৩ কর্মী বাহিনীর সন্তুষ্টির ফলাফল		২৫		
	৯.৪ আর্থিক ও বাজার ফলাফল		২৫		
	৯.৫ পরিদর্শন কমিটির সরেজমিনের মূল্যায়ন		৪০		
মোট					১০০০

সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী বাংলাদেশের উৎপাদনশীলতা আন্দোলনকে বেগবান করা ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জন এবং এনপিও'র সহযোগিতায় উৎপাদনশীলতা উন্নয়নসহ উদ্বুদ্ধকরণে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ট্রেডবডি ও বাণিজ্য সংগঠনকে ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড [Institutional Appreciation Award (IAA)] শীর্ষক ট্রফি প্রদান করা যাবে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, এনপিও'র উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন ট্রেডবডি ও বাণিজ্যিক সংগঠনের প্রতিনিধি সমন্বয়ে উপরোক্ত নির্দিষ্ট ক্রাইটেরিয়ার ভিত্তিতে ১০০ নম্বরের একটি আবেদন ফরম প্রস্তুত করা হয়েছে।

তফসিল-২

ট্রেডবডি/বাণিজ্য সংগঠনের ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড নির্বাচনের [Institutional Appreciation Award] মান বন্টন নিম্নরূপ:

১।	এসোসিয়েশন/ট্রেডবডি/ব্যবসায়িক সংগঠনের সাধারণ সভা সংক্রান্ত তথ্যাদি	১০
২।	এসোসিয়েশন/ট্রেডবডি/ব্যবসায়িক সংগঠনের কার্য-নির্বাহী কমিটির সভা সংক্রান্ত তথ্যাদি	১০
৩।	সংগঠনের কার্যক্রম	১০
৪।	এনপিও'র সহযোগিতা ছাড়া প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা	০৫
৫।	এনপিও'র সহযোগিতা ছাড়া আলোচনা সভা ও সেমিনার	০৫
৬।	জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে এসোসিয়েশন/ট্রেডবডি/ব্যবসায়িক সংগঠনের অবদান সংক্রান্ত তথ্যাদি	১০
৭।	ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড প্রদানের বিজ্ঞপ্তি সদস্যদের অবহিতকরণ সংক্রান্ত তথ্যাদি	১০
৮।	ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)'র সাথে এসোসিয়েশন/ট্রেডবডি/ব্যবসায়িক সংগঠনের সমঝোতা স্মারক সংক্রান্ত তথ্যাদি	১০
৯।	এনপিও'র সহযোগিতায় উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা	০৫
১০।	এনপিও'র সহযোগিতায় উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন সংক্রান্ত আলোচনা সভা ও সেমিনার	০৫
১১।	অডিট সংক্রান্ত তথ্য (সংগঠনের বিগত ০৩ বছরের বার্ষিক অডিট সংক্রান্ত রিপোর্ট/প্রতিবেদন	১০
১২।	সামাজিক দায়িত্ব পালন (CSR) সংক্রান্ত (সংগঠন কর্তৃক বিগত ০৩ বছরের সামাজিক দায়িত্ব পালন (CSR) এর বিবরণ (প্রমাণক সংযুক্ত করতে হবে)	১০

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০২ চৈত্র ১৪২৬/১৬ মার্চ ২০২০

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৫.২০-২২৩**—গাইবান্ধা জেলার সদর থানার মামলা নং-০৯, তারিখ : ০৫-০৯-২০১৮ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা পরস্পর যোগসাজসে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২) এর (ঈ)/১২ ধারার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে সত্য প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৫.২০-২২৪**—কুড়িগ্রাম জেলার সদর থানার মামলা নং-০৬, তারিখ : ০৪-১১-২০১৮ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯(১)/১০/১২/১৩/১৪ ধারার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে সত্য প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৫.২০-২২৫**—চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড মডেল থানার মামলা নং-৩৫, তারিখ : ১৪-১২-২০১৮ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)(অ)(উ)/৬(৩) ধারার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে সত্য প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৫.২০-২২৬**—রাজশাহী জেলার মোহনপুর থানার মামলা নং-২৯, তারিখ : ২৬-০৯-২০১৮ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ১০/১১/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে সত্য প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এস এম মুনীর উদ্দিন
উপসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
প্রশাসন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৪ চৈত্র, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/১৮ মার্চ, ২০২০ খ্রিঃ

নং **স্বাশিপকবি/প্রশাসন-১/পিএফ-৫০/৯১-২৯০**—যেহেতু, জনাব এ, বি, এম, নুরুল আলম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ (প্রাক্তন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু, উক্ত বিধিমালা অনুযায়ী যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করে জনাব এ, বি, এম, নুরুল আলম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ১১-১০-২০১১ তারিখের স্বাপকম/প্রশাসন-১/পিএফ-৫০/৯১/১৬৭০ নং আদেশে "নিম্ন বেতন স্কেলে অবনমিত" করা হয়।

যেহেতু, জনাব এ, বি, এম, নুরুল আলম তাঁর "নিম্ন বেতন স্কেলে অবনমিত" করার বিরুদ্ধে বিজ্ঞ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল-২ ঢাকায় এ,টি-৫১/২০১৪ (নতুন), ১৪১/২০১২ (পুরাতন) নং মামলা দায়ের করলে নিম্নোক্ত আদেশ প্রদান করা হয় :

"That the case be allowed on contest against the opposite parties without any order as to costs.

It is hereby declared that the impugned order dated 11-10-2011 passed by the opposite party no.2, joint secretary, ministry of Health and Family Welfare imposing the penalty of reduction of scale with illegal

condition upon the petitioner is illegal, void, unlawful and of no legal effect upon the petitioner.

The opposite parties are derected to set aside the impugned order and to restore the scale of the petitioner in service and to give him all arrears of slaries and service benefits."

যেহেতু, উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ বিজ্ঞ প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালে এ,এ,টি ৬৪/২০১৮ নং মামলা দায়ের করলে উক্ত এ,এ,টি মামলায় আদেশ হয় যে, "আপীলটি নির্ধারিত ০৩ (তিন) মাসের সময়সীমা অতিক্রান্ত হবার ৪৩ (তেতাল্লিশ) মাস ০৭ (সাত) দিন পরে দায়ের করা হয়েছে। আপীলটি আপীলাধীন রায় ও আদেশ প্রদানের ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে দায়ের না করায় সরাসরি নামঞ্জুর হলো"।

সেহেতু, বিজ্ঞ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল-২ ঢাকায় এ,টি-৫১/২০১৪ (নতুন), ১৪১/২০১২ (পুরাতন) নং মামলায় ২০-০৫-২০১৪ তারিখের এবং বিজ্ঞ প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালে এ,এ,টি ৬৪/২০১৮ নং মামলায় ২০-০৫-২০১৮ তারিখের চূড়ান্ত রায় ও আদেশের ভিত্তিতে জনাব এ, বি, এম, নুরুল আলম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগকে ইতঃপূর্বে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ১১-১০-২০১১ তারিখের স্বাপকম/প্রশাসন-১/পিএফ-৫০/৯১/১৬৭০ নং আদেশে আরোপিত "নিম্ন বেতন স্কেলে অবনমিত" করার গুরুদণ্ড আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হলো এবং মামলার রায় অনুযায়ী গত ১১-১০-২০১১ তারিখ হতে বিধি মোতাবেক সকল বকেয়া পাওনা পরিশোধ ও চাকরির সুবিধাদি (Service benefits) প্রদানের আদেশ দেয়া হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আলী নূর
সচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
ঊর্ধ্বতন নিয়োগ-২ শাখা

শোক বার্তা

তারিখ : ১২ শ্রাবণ ১৪২৭/২৭ জুলাই ২০২০

নং-০৫.০০.০০০০.১৩১.০০.১৫৪.২০-৪৮১—পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিচালক (যুগ্মসচিব) জনাব জাফর আহাম্মদ খান (৭৬৩০) করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এ আক্রান্ত হয়ে গত ২০ জুন ২০২০ তারিখ শনিবার রাত ৮:০০ ঘটিকায় সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল, ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি .... রাজিউন)।

২। জনাব জাফর আহাম্মদ খান (৭৬৩০) ০১ জানুয়ারি ১৯৬৪ তারিখে বরিশাল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২৬ জানুয়ারি ১৯৯১ তারিখে বিসিএস (পরিসংখ্যান) ক্যাডারে যোগদান করেন। তিনি গত ২১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে সরকারের যুগ্মসচিব পদে পদোন্নতি লাভ করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সর্বশেষ পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিচালক (যুগ্মসচিব) হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

৩। জনাব জাফর আহাম্মদ খান (৭৬৩০) তাঁর দীর্ঘ চাকরি জীবনে অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ, দক্ষ, নিষ্ঠাবান ও সদালাপী কর্মকর্তা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যাসহ আত্মীয়-স্বজন এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনাব জাফর আহাম্মদ খান (৭৬৩০) এর অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশসহ তার রুহের মাগফিরাত কামনা করছে এবং মরহুমের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

শেখ ইউসুফ হারুন
সচিব।